প্রেরিত-শিষ্যদের মনোনয়ন

(Chosing the Apostles)

লূক ৬ অধ্যায় ১২-১৬ পদ

নিরুদ্দিষ্ট আত্মাদের খোঁজ করতে ও তাদের পরিত্রাণ করতে যীশু পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন (লূক ১৯:১০)। হারানো আত্মাদের খোঁজে যীশু যখন ইস্রায়েলের বিভিন্ন শহরে ও গ্রামে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করেন ও শিক্ষা দেন, তাদের বিভিন্ন রোগ থেকে সুস্থ করেন, তখন তাঁর জনপ্রিয়তা ক্রমশ বাড়তে থাকে। কিন্তু তাঁর এই জনপ্রিয়তা দেখে ইহুদি ধর্মীয় নেতারা তাঁকে হিংসা করতে শুরু করে এবং তাঁর পরিচর্যায় ক্রমশ বাধা দিতে থাকে।

ধর্মীয় নেতাদের এই বিরোধিতা এমন পর্যায় পৌঁছায় যে, তিনি জানতে পারেন যে তারা ***"উন্মত্ততায় পূর্ণ হয়েছে, এবং তাঁর প্রতি কী করবে, তা পরস্পর আলোচনা করছে"*** (লূক ৬:১১)। মার্কের সুসমাচারে আরও বলা হয়েছে, ***"ফরীশীরা বের হয়ে তৎক্ষণাৎ হেরোদীয়দের সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে মন্ত্রণা করতে লাগল, কী প্রকারে তাঁকে বিনষ্ট করতে পারে"*** (মার্ক ৩:৬)। আর তাই যীশু উপলব্ধি করেছিলেন যে, তাঁর ১২জন প্রেরিত-শিষ্যকে বেছে নেবার সময় এসেছে, যারা তাঁর পৃথিবী ত্যাগ করার পর সুসমাচার প্রচারের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আজ আমরা লূক ৬:১২-১৬ পদ পাঠ করেছি, যেখানে তাঁর ১২ প্রেরিত-শিষ্যকে যীশু কীভাবে বেছে নিয়েছিলেন, তা বর্ণনা করা হয়েছে।

পৃথিবীর প্রতিটি দেশেই দেখা যায়, বিভিন্ন বিখ্যাৎ ব্যক্তির অবদানকে স্মরণ করে শহর, রাস্তা, ব্রীজ, পার্ক, স্টেশন, বাজার বা বিমানবন্দরের নাম করা হয়। আবার সময় পেরিয়ে গেলে ঐ সমস্ত বিষয়ের পুনরায় নতুন নামকরণও হয়ে থাকে। কারণ পৃথিবীর মাটিতে কোনও কিছুই চিরস্থায়ী নয়। কিন্তু বাইবেল বলে, স্বর্গে পবিত্র জেরুশালেম নগরে ২৪ জনের নাম খোদাই করা হবে। আর তাদের নাম অনন্তকালের জন্য থাকবে। প্রকাশিত বাক্য ২১:০-১৪ পদে বলা হয়েছে, ***"পরে 'তিনি আত্মাতে আমাকে একটি উচু মহাপর্ব্বতে নিয়ে গিয়ে' পবিত্র নগরী জেরুশালেমকে দেখালেন, যে স্বর্গ থেকে, ঈশ্বরের কাছ থেকে, নেমে আসছিল, সে ঈশ্বরের প্রতাপবিশিষ্ট; তার জ্যোতি বহুমূল্য মণির, স্ফটিকের ন্যায় নির্মল, সূর্যকান্ত মণির ন্যায়। তার বড়ো ও উচু প্রাচীর আছে, ১২টি পুরদ্বার আছে; সেই সমস্ত দ্বারে ১২জন দূত থাকেন, এবং 'কয়েকটি নাম সেগুলির উপরে লিখিত আছে, সে সকল ইস্রায়েল সন্তানদের ১২ বংশের নাম; পূর্বদিকে ৩ দ্বার, উত্তরদিকে ৩ দ্বার, দক্ষিণদিকে ৩ দ্বার ও পশ্চিমদিকে ৩ দ্বার'। আর নগরের প্রাচীরের ১২টি ভিত্তিমূল, সেগুলির উপরে মেষশাবকের ১২ প্রেরিতের নাম আছে।"***

এইভাবে, ১২টি দ্বার ও প্রাচীরের ১২টি ভিত্তিমূলের নামকরণের দ্বারা যাকোবের ১২ পুত্র এবং যীশুর ১২ জন প্রেরিত-শিষ্যের প্রতি অসামান্য সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে। তারা যখন এই পৃথিবীর মাটিতে ছিল, তখন তারা জানত না যে, ঈশ্বর এইভাবে তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে চলেছেন। তথাপি ঈশ্বর নিজের পরিকল্পনায় তা করেছেন।

এখন যে ১২ জন প্রেরিতের নাম প্রাচীরের ১২টি ভিত্তিমূলের উপরে খোদাই করা হবে, তাদেরকে যীশু মনোনীত করেছিলেন। যীশু জানতেন যে, তাঁর এই প্রেরিত-শিষ্যরা তাঁর জন্য দারিদ্র, ক্ষুধা, দুঃখ, এমনকী তাড়না পর্যন্ত ভোগ করতে চলেছে। তথাপি, হারানো আত্মাদের খোঁজ ও পরিত্রাণ করার তাঁর কাজের জন্য এই ১২ জনকে পরিপক্ক করা একান্ত প্রয়োজন ছিল, যেহেতু পিতার কাছে তাঁর প্রত্যাবর্তণের পর এদেরকেই সেই কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

আসুন, সেই ১২ জনকে যীশু কীভাবে বেছে নিয়েছিলেন, তা পাঠ করি।

ক। যীশুর প্রেরিত-মনোনয়নের প্রস্তুতি (১২ পদ): ১২ পদে লূক লিখেছে, ***"সেই সময় তিনি একদা প্রার্থনা করতে বের হয়ে পর্বতে গেলেন, আর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে করতে সমস্ত রাত যাপন করলেন।"*** লূকের সুসমাচারে আমরা বারংবার যীশুকে পিতার কাছে প্রার্থনা করতে দেখতে পাই। এর আগে আমরা কফরনাহূমে যীশুকে দেখেছি সন্ধ্যে থেকে বিভিন্ন রোগিদের ও ভূতগ্রস্তদের সুস্থ করতে, এবং তারপর বলা হয়েছে, ***"পরে প্রভাত হলে তিনি***

(যীশু) বের হয়ে কোনও নির্জন স্থানে গেলেন'' (লূক ৪:৪২)। লূক এখানে যীশুর নির্জন স্থানে গমনের কারণের কথা উল্লেখ না করলেও, মার্কের সুসমাচারের সমান্তরাল শাস্ত্রাংশে বলা হয়েছে, ***“পরে অতি প্রত্যুষে, রাত শেষ হবার অনেক আগে, তিনি উঠে বাইরে গেলেন, এবং নির্জন স্থানে গিয়ে সেখানে প্রার্থনা করলেন''*** (মার্ক ১:৩৫)। পরে লূকও যীশুর এই স্বাভাবিক আচরণের কথা লিখেছে, ***“আর কথা শুনবার জন্য এবং নিজের নিজের রোগ থেকে সুস্থ হবার জন্য বিস্তর লোক সমাগত হতে লাগল। কিন্তু তিনি কোন না কোন নির্জন স্থানে গিয়ে প্রার্থনা করতেন''*** (লূক ৫:১৫-১৬)।

যীশু জানতেন যে, হারানো আত্মাদের খোঁজ করা ও তাদের পরিত্রাণ করার কাজে সফল হতে হলে, তাঁকে সম্পূর্ণ ভাবে তাঁর স্বর্গীয় পিতার উপরে নির্ভর করতে হবে। আর তাই তিনি পিতার সঙ্গে প্রার্থনায় অনেক সময় কাটাতেন। যীশু আরও জানতেন যে, তাঁর এই কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য তাঁকে তাঁর শিষ্যদের পছন্দ করতে হবে। আর তাঁর এই শিষ্যরা পুরাতন চুক্তির ১২ বংশের সমান্তরালে নতুন চুক্তির ১২ শিষ্য হবে। তারা নতুন নিয়মের মণ্ডলীর ভিত্তি হবে (প্রকা. ২১:১০-১৪)।

এই ১২ শিষ্য যীশুর সঙ্গে কয়েক বৎসর কাটাবে, তাঁর সঙ্গে পথ চলবে, তাঁকে কাছ থেকে দেখবে, তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা নেবে, এবং তাঁর সেবা করবে। তাদের এই শিক্ষানবিশ কালের শেষভাবে তারা যীশুর ক্রুশীয় মৃত্যু, কবর, এবং পুনরুত্থানের সাক্ষী হবে। আর তখন তারা পূর্ণ নিশ্চয়তায় জানবে যে, যীশুই সেই প্রতিজ্ঞাত খ্রীস্ট, পাপীদের পরিত্রাতা। আর সেই সত্য উপলব্ধি তাদেরকে পবিত্র আত্মার শক্তিতে সমগ্র জগতে পাপীদের পরিত্রাণার্থে যীশুর সুসমাচার প্রচার করতে নিয়ে যাবে। এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, এই শিষ্যদের বেছে নেবার কাজ যীশুর কাছে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আর তাই সেই শিষ্যদের বেছে নেবার আগে আমরা যীশুকে সারা রাত ধরে পিতার কাছে প্রার্থনা করতে দেখতে পাচ্ছি।

এই সময় যীশুর জনপ্রিয়তা ছিল তুঙ্গে এবং তাঁর অনুসরণকারীদের সংখ্যাও প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল (লূক ৫:১০-১১; ২৭)। তাঁর এই সমস্ত অনুসরণকারীদের তাঁর শিষ্য বলা হত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কারা তাঁর প্রেরিত-শিষ্য হবে, তাদেরকে পিতা ঈশ্বরই যীশুর কাছে সমর্পণ করতে চলেছেন। তাই ধরা যেতে পারে, সেই রাতের প্রার্থনায়, যীশু শিষ্যদের একজন একজন করে পিতার কাছে উপস্থিত করেছিলেন, যেন তাঁর ১২ জন শিষ্য কে কে হবে, সে বিষয়ে পিতা তাঁকে জানান। পিতা সেদিন সত্যই তাদেরকে চিনে নিতে যীশুকে সাহায্য করেছিলেন। তাই তাঁর ক্রুশীয় মৃত্যুর পূর্ব রাত্রে যীশু যখন তাঁর ১২ শিষ্যের জন্য পিতার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, তখন তিনি এমন কথা বলেছিলেন, ***“জগতের মধ্য থেকে তুমি আমাকে যে লোকদের দিয়েছ, আমি তাদের কাছে তোমার নাম প্রকাশ করেছি। তারা তোমরাই ছিল, তাদের তুমি আমাকে দিয়েছিলে, তারা তোমার বাক্য পালন করেছে''*** (যোহন ১৭:৬)।

যীশুর জীবনে প্রার্থনা ছিল একটি অপরিহায্য বিষয়। প্রার্থনার মাধ্যমেই তিনি সর্বদা তাঁর স্বর্গীয় পিতার সঙ্গে যোগাযোগ চালাতেন। এর দ্বারাই তিনি পিতার ইচ্ছা জেনে, সর্বদা সেই ইচ্ছা পালন করতেন। তাই যোহন ৮:২৮খ-২৯ পদে যীশু পিতার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ককে এইভাবে প্রকাশ করেছেন, ***“আমি নিজে থেকে কিছুই করি না, কিন্তু পিতা আমাকে যেমন শিক্ষা দিয়েছেন, সেই শিক্ষানুসারে এই সকল কথা বলি। আর যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন; তিনি আমাকে একা ছেড়ে দেননি, কারণ আমি সর্বদা তাঁর সন্তোষজনক কাজ করি।''***

এ বিষয়ে আমরা যীশুর কাছ থেকে শিখি। ঈশ্বরের নিষ্পাপ-নিষ্কলঙ্ক পুত্র যদি প্রার্থনায় এত সময় কাটিয়ে থাকেন, এবং তার দ্বারা পিতার উপর তাঁর সম্পূর্ণ নির্ভরতা আমাদের দেখিয়ে থাকেন, তাহলে, আমাদের আরও কত বেশি প্রার্থনা করা উচিৎ। বিশেষত, আমরা যখন আমাদের জীবনে কোনও বিশেষ সিদ্ধান্ত নিই (কোন কলেজে পড়ব, কী চাকরী করব, কাকে বিয়ে করব?), তখন আমাদের উচিৎ, প্রার্থনায় পিতার ইচ্ছা জানতে চেষ্টা করা। আমরা যখন যীশুর জীবনে প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করি, তখন আমরা নিজেরা কখনও প্রার্থনাকে হালকা ভাবে নিতে পারি না।

কিন্তু কেবল ব্যক্তিগত জীবনের জন্য নয়, যীশুর অনুকরণে আমরা মণ্ডলীর জন্যও প্রার্থনা করব। যীশু নিজে যদি বিশ্বব্যাপী সুসমাচার প্রচারের কাজে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে, প্রার্থনার প্রস্তুতি দ্বারা তাঁর শিষ্যদের পছন্দ করে থাকেন, তাহলে আমরা আমাদের মণ্ডলী

ও সুসমাচার প্রচারের কাজে আরও কত বেশি প্রার্থনায় প্রস্তুতি নেব। আমাদের মণ্ডলীতে প্রতি বুধবার সান্ধ্য উপাসনার শেষে এবং প্রতি শনিবার সকাল ১০টায় পিতা ঈশ্বরের কাছে আমরা মণ্ডলীগত প্রার্থনা করে থাকি। মণ্ডলীর প্রত্যেক বিশ্বাসীকে এই প্রার্থনায় যোগ দিতে আমি অনুরোধ করছি।

খ। যীশুর প্রেরিত-মনোনয়নের উদ্দেশ্য (১৩ পদ): ১৩ পদে বলা হয়েছে, ***"যখন দিন হল, তিনি নিজের শিষ্যদের ডাকলেন, এবং তাদের মধ্য থেকে ১২ জনকে মনোনীত করলেন, আর তাদের প্রেরিত নাম দিলেন।"*** 'শিষ্য' বলতে আমরা বুঝি, *"এমন একজন, যে কোনও ব্যক্তি বা পথের অনুসরণ করে, এবং সেই ব্যক্তি বা পথের শিক্ষার কাছে নিজেকে সমর্পণ করে।"* বাইবেলে কেবল ৪টি সুসমাচারে এবং প্রেরিত পুস্তকে "শিষ্য" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু বাইবেলের যেখানেই শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীর কথা বলা হয়েছে, সেখানেই শিষ্যত্বকে নির্দেশ করা হয়েছে। তাই, যীশুর শিক্ষাকে যারা গ্রহণ করেছিল, তারা প্রত্যেকেই ছিল যীশুর শিষ্য।

এই সমস্ত শিষ্যদের মধ্য থেকে যীশু ১২জনকে মনোনীত করলেন, এবং তিনি তাদের ***'প্রেরিত'*** নাম দিলেন। এর থেকে পরিষ্কার যে তিনি শিষ্যদের থেকে প্রেরিরতদের পৃথক করেছিলেন। এখন গ্রিক ভাষায় 'প্রেরিত' শব্দের অর্থ, যাকে বিশেষ ক্ষমতা দিয়ে বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্য পাঠানো হয়েছে। সমগ্র বাইবেলে কেবল একটি পদে যীশুখ্রীস্টকে প্রেরিত বলা হয়েছে, ***"অতএব, হে পবিত্র ভ্রাতৃগণ, স্বর্গীয় আহ্বানের অংশীগণ, তোমরা আমাদের ধর্ম-প্রতিজ্ঞার প্রেরিত ও মহাযাজকের প্রতি, যীশুর প্রতি, দৃষ্টি রাখ"*** (ইব্রীয় ৩:১)। এর অর্থ, হারানো আত্মাদের খোঁজ ও পরিত্রাণ করতে যীশুকে পিতা-ঈশ্বর প্রেরণ করেছেন (লূক ১৯:১০)। পিতা যেমন যীশুকে আহ্বান ও প্রেরণ করেছিলেন, ঠিক তেমনই যীশু এই ১২ জনকে আহ্বান ও প্রেরণ করতে চলেছেন।

প্রেরিত হিসাবে কাজ করা জন্য এই ১২ জনের কী যোগ্যতা ছিল? তারা প্রত্যেকে যীশুর শিষ্য ছিল, অর্থাৎ তারা প্রত্যেকে যীশুর অনুসরণকারী ছিল। কিন্তু 'প্রেরিত' হবার জন্য তাদের মধ্যে দুটি বিষয়ের প্রয়োজন ছিল: (১) যীশুর পার্থিব পরিচর্যাকালে যীশু ও তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে ছিল, স্বয়ং যীশুর দ্বারা আহূত (প্রেরিত ১:২১; গালাতীয় ১:১), এবং (২) যীশুর পুনরুত্থানের সাক্ষী (প্রেরিত ১:২২; ১করিন্থীয় ৯:১)।

প্রেরিত হিসাবে এই ১২ শিষ্যের মনোনয়ন ছিল অদ্বিতীয় ঘটনা। লোকদের কাছে যীশুকে উপস্থাপিত করার জন্য কেবল তাদের মনোনীত করা হয়েছিল। তারা হল সেই ভিত্তি, যাদের উপর যীশু তাঁর নতুন নিয়মের মণ্ডলী স্থান করতে চলেছেন। আর যেহেতু একটি গৃহে কেবল একটিই ভিত্তি থাকতে পারে, সেইহেতু তাদের সেই ভিত্তিমূলক পরিচর্যার কখনও পুনরাবৃত্তি সম্ভব নয়। এটাই হল সঙ্কীর্ণ অর্থে, 'প্রেরিত' শব্দের ব্যবহার।

কিন্তু বিস্তৃত অর্থে, বা গৌণ অর্থে, সমস্ত বিশ্বাসীকেই যীশু জগতে প্রেরণ করেছেন। পুনরুত্থানের পর, তাঁর প্রেরিত ও শিষ্যদের যীশু নিজে এমন কথা বলেছেন, ***"পিতা যেমন আমাকে প্রেরণ করেছেন, তদ্রূপ আমিও তোমাদের পাঠাই"*** (যোহন ২০:২১)। সমস্ত খ্রীস্টবিশ্বাসী যীশুখ্রীস্টের দ্বারা আহূত। তাঁতে বিশ্বাস করতে আমাদের প্রত্যেককে আহ্বান করা হয়েছে; আমাদের মধ্যে একজনও যীশুকে অনুসরণ করার জন্য নিজেকে নিজে আহ্বান করতে পারি না। তিনিই তাঁর সুসমাচারকে ব্যবহার করে তাঁর আত্মা দ্বারা আমাদের আহ্বান করেছেন, নতুনজন্ম দিয়েছেন; ফলস্বরূপ, আমরা আমাদের পাপের জন্য অনুতাপ করেছি ও তাঁকেই আমাদের একমাত্র পরিত্রাতা ও প্রভু বলে বিশ্বাস করেছি।

আর তিনি যখন আমাদের আহ্বান করেছেন, তখন তিনি আমাদের প্রত্যেককে নির্দিষ্ট পরিচর্যার জন্য আহ্বান করেছেন। আমরা যদি খ্রীস্টবিশ্বাসী হয়ে থাকি, তাহলে কোন না কোন পরিচর্যার দ্বারা আমরা আমাদের আহ্বানকারীর সেবা করতে বাধ্য। আপনি যদি এখনও কোনও পরিচর্যার সঙ্গে যুক্ত না থাকেন, জানবেন আপনি তাঁর আহ্বানে অবধান করেননি, তাঁর আহ্বানকে তুচ্ছজ্ঞান করেছেন। আমাদের মণ্ডলীতে বিভিন্ন পরিচর্যা আছে, যার মাধ্যমে আপনি সঠিক পথে আপনার আহ্বানকে ব্যবহার করতে পারেন (সাণ্ডেস্কুলে শিক্ষক-শিক্ষিকা হিসাবে, কয়ারের সদস্য-সদস্যা হিসাবে, আহার সহভাগিতায় আহার পরিবেশন করে, আহারের পর বাসন পরিষ্কার করে, মণ্ডলীগৃহ পরিষ্কার করে, ইত্যাদি)।

গ। যীশুর প্রেরিত-মনোনয়নের ব্যক্তিরা (১৪-১৬): যীশু সেদিন তাঁর শিষ্যদের মধ্য থেকে যাদেরকে প্রেরিত হিসাবে মনোনীত করেছিলেন, আমরা তাদের নাম ১৪-১৬ পদে পাই। লূকের দেওয়া তালিকা অনুসারে তাদের নাম হল পিতর, আন্দ্রিয়, যাকোব ও যোহন; ফিলিপ, বর্থলময়, মথি ও থোমা; আল্‌ফেয়ের পুত্র যাকোব, উদ্‌যোগী শিমোন, যাকোবের পুত্র যিহূদা, ও ঈস্করিয়োতীয় যিহূদা। **মথি ১০:২-৪, মার্ক ৩:১৬-১৯, ও প্রেরিত ১:১৩** পদেও যীশুর প্রেরিত-শিষ্যদের নামের তালিকা দেওয়া হয়েছে। এই ৪টি তালিকা তুলনা করে আমরা যে ৩টি সাদৃশ্য দেখতে পাই, তারা হল: (১) প্রত্যেক তালিকায়, পিতরকে প্রথমে ও ঈস্করিয়োতীয় যিহূদাকে শেষে রাখা হয়েছে (অবশ্য প্রেরিত ১:১৩ পদে যিহূদাকে বাদ দেওয়া হয়েছে, কারণ সে তখন মারা গেছিল), (২) প্রত্যেক তালিকায়, ১২ জনের মধ্যে প্রথম ৪ জন হল, পিতর, আন্দ্রিয়, যাকোব ও যোহন। (৩) প্রত্যেক তালিকায়, ৪ জন করে ৩ টি দলে প্রেরিত-শিষ্যদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, এবং এই ৩ দলের প্রথম সদস্যরা হল পিতর, ফিলিপ ও আল্‌ফেয়ের পুত্র যাকোব।

প্রথম দল: ১২ জনের মধ্যে পিতর ছিল অন্যতম প্রধান শিষ্য, প্রায় সর্বদা সে তাদের প্রতিনিধি হয়ে কথা বলেছে ও নেতৃত্ব দানের ভূমিকা পালন করেছে। পিতরের ভাই আন্দ্রিয় প্রথমে যীশুর সান্নিধ্যে এসেছিল, পরে ভাই পিতরকে যীশুর কাছে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে আন্দ্রিয়কে আড়াল করে, পিতরই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। সিবদিয়ের দুই ছেলে যাকোব ও যোহন, পিতর ও আন্দ্রিয়ের মতো গালিলের মৎসজীবি ছিল। **দ্বিতীয় দল**: পৃথক ভাবে ফিলিপের কথা আমরা যোহনের সুসমাচারে পাই। যোহন ১:৪৫ পদে যাকে নথনেল বলা হয়েছে, তারই অন্য নাম ছিল বর্থলময় বলে ধরা হয়। মথি ছিল একজন করগ্রহণকারী, যার অন্য নাম ছিল লেবী। যীশুর পুনরুত্থানের পর যে শিষ্য সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া যীশুর পুনরুত্থানে বিশ্বাস করতে অস্বীকার করেছিল, সেই প্রেরিত-শিষ্য (অবিশ্বাসী) থোমা নামে পরিচিত (যোহন ২০:২৪-২৯)। **তৃতীয় দল**: আল্‌ফেয়ের পুত্র যাকোবের বিষয় আমরা খুব কম জানি। যীশুর শিষ্য হবার আগে শিমোন রোমীয় পরাধীনতা থেকে রাজনৈতিক মুক্তির জন্য ইহুদি জাতীয়তাবাদী দলের একজন সদস্য ছিল, তাকে কনানীয় শিমোনও বলা হয়েছে। যাকোবের পুত্র বা ভাই যিহূদার অন্য নাম ছিল থদ্দেয়। আর ছিল ঈস্করিয়োতীয় যিহূদা, যে ইহুদি নেতাদের ৩০ রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে যীশুর সঙ্গে বিশ্বাসঘতকতা করেছিল।

এরা সকলে যীশুর পরিচর্যা দলে প্রধান প্রধান ব্যক্তি হয়ে কাজ করেছিল। তারা প্রত্যেকে ছিল বিভিন্ন দলের সাধারণ মানুষ। তাদের মধ্যে ছিল মৎস্যজীবী, করগ্রহণকারী, রাজনৈতিক কর্মী, ইত্যাদি। অর্থাৎ, যীশুর প্রেরিত-শিষ্যরা সমাজের তৃণমূল স্তর থেকে এসেছিল। এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, (১) মণ্ডলী বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের, দলের, পেশার, মেজাজের লোকদের সমষ্টি; (২) অপ্রত্যাশিত ও অসম্ভাবনীয়দেরই যীশু আহ্বান করেন; (৩) পরিচর্যায় অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে যীশু তাদের পরিবর্তিত করেন; (৪) তিনি যাদের আহ্বান করেন, তাদের তিনি পরিপক্ক করেন; (৫) যীশু তাদের মধ্য থেকে সর্বোৎকৃষ্টকে আনয়ন করেন।

ঈস্করিয়োতীয় যিহূদাকে মনোনীত করে যীশু কোনও ভুল করেননি। যদিও সে শেষ পর্যন্ত যীশুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, এবং সেই কাজের জন্য সে সম্পূর্ণ দায়ী, তথাপি বাইবেল বলে, ঈশ্বরের নিরূপিত মন্ত্রণা ও পূর্বজ্ঞান অনুসারেই যীশু সমর্পিত হয়েছিলেন (প্রেরিত ২:২৩; যোহন ১৭:১২)। ঈস্করিয়োতীয় যিহূদা আত্মাহত্যা করার পর তার স্থানে মত্তথিয় প্রেরিত হয়েছিল (প্রেরিত ১:২৬)। যীশুর এই ১২ জন প্রেরিতশিষ্য যীশুর মৃত্যুর পর যীশুর সুসমাচার সর্বত্র প্রচার করে এবং প্রত্যেকেই বিশ্বস্তভাবে যীশু সেবা করে সাক্ষ্মমরের মৃত্যু গ্রহণ করে (একমাত্র ব্যতিক্রম যোহন)।

আজ যীশু আপনাকে ও আমাকে তাঁর শিষ্য হিসাবে আহ্বান করেছেন। তাঁর পরিচর্যায় অংশগ্রহণ করতে তিনি আমাদের আহ্বান করেছেন। আমরা যেন জগতের কাছে এই কথা প্রচার করি যে, তিনি এখনও নিরুদ্দিষ্টদের পরিত্রাণ করতে খোঁজ করে চলেছেন। আসুন, আমরা বিশ্বস্ত ভাবে তাঁর আহ্বান অবধান করি, যেমন তাঁর প্রেরিত-শিষ্যরা করেছিল।